একজন মহাসচিব প্রয়োজন

হাসান মূর্তাজা

এতদিন প্রশ্নটি গুঞ্জন আর কানাঘুষায় সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সেটা আলোচিত হচ্ছে প্রকাশ্যে। একজন মহাসচিব প্রয়োজন জাতিসংঘের জন্য। প্রশ্নটি হলো, কে হচ্ছেন পরবর্তী মহাসচিব?

বর্তমান মহাসচিব কফি আনানের দ্বিতীয় দফার মেয়াদ শেষ হচ্ছে এ বছর ৩১ ডিসেম্বর। আনানের উত্তরসূরি কে হবেন সেই প্রশ্নে বিভক্তি দেখা দিয়েছে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে। চীন-রাশিয়া বলছে, বিভিন্ন মহাদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে জাতিসংঘের মহাসচিব মনোনয়নের ধারাবাহিকতা মানতে হবে। ব্রিটেন-আমেরিকার সুর অবশ্য ভিন্ন। তাদের কথা হচ্ছে, এই নিয়ম মানতে হবে সেটা কোথায় লেখা রয়েছে!

পত্র-পত্রিকায় বেশ ক'জনের নাম আলোচিত হচ্ছে এ মুহূর্তে। তালিকার একমাত্র মহিলা লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট ভাইরা ভিকে-ফ্রেইবার্গার নাম আলোচিত হচ্ছে ভিন্ন কারণে। ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে মহাসচিবের মূল্যবান পদটি অলঙ্কৃত করেছেন অনেকেই। এদের তিনজন ইউরোপের, দুজন আফ্রিকার, একজন করে এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো নারী সর্বোচ্চ কূটনীতিকের এই পদটির জন্য মনোনীত হননি। নারীদের বিভিন্ন গ্রুপ ইতিমধ্যে এ নিয়ে তদবির শুরু করেছে। বিশেষত, ১৯৯৮ সালে কানাডার কূটনীতিবিদ লুইজি ফ্রঁসেত মহাসচিব আনানের ডেপুটি নিয়োগ হবার পর থেকেই এই দাবির ডালপালা গজাতে থাকে। ফ্রঁসেত অবশ্য তার মেয়াদ শেষে নিজ দেশ কানাডায় ফিরে গেছেন। নারী অধিকার সংগঠন 'ইকুইটি নাউ'র টাইনা বেন-আইমে মনে করেন, জাতিসংঘ সনদে যে লিঙ্গ সমতার কথা বলা হয়েছে সেটার প্রতি সম্মান দেখানোর এটাই উপযুক্ত সময়। বিষয়টি নিয়ে সবচেয়ে যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে থাই দৈনিক এশিয়ান ট্রিবিউনের ২৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। পত্রিকাটি লিখেছে : 'জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যেমন কোনো নারী মহাসচিব হয়নি, তেমনি হয়নি পূর্ব ইউরোপের কোনো দেশ থেকে। সেই হিসেবে পূর্ব ইউরোপের দুই সাবেক প্রেসিডেন্ট ভাইরা ভিকে-ফ্রেইবার্গ এবং আলেকজান্ডার কোয়াসনিউস্কির নাম জোরালোভাবে সুপারিশ করা হচ্ছে। দুজনেই যদিও যথেষ্ট পারদর্শী, নারী হওয়াটা ভিকে-ফ্রেইবার্গের জন্য বাড়তি সুবিধা। রাশিয়া যদিও তার সাবেক 'করদ রাজ্যগুলো থেকে মহাসচিব নিয়োগে স্বাভাবিকভাবেই বিরোধিতা করবে। এ ছাড়া চীন এশিয়ার বাইরের কাউকে বরদাস্ত করবে না।'

মেধা নাকি ভূগোল

জাতিসংঘ মহাসচিব নির্বাচনে মেধা প্রাধান্য পাবে নাকি অঞ্চল সেই বিতর্ক বহুদিনের। চলে আসা প্রথা অনুযায়ী এবার এশিয়া থেকে মহাসচিব নির্বাচনের দাবিটা বেশ জোরালো। কিন্তু জানুয়ারি মাসে জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জন বোল্টন পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, কফি আনানের উত্তরসূরি কেবল মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হবে।

এ পর্যন্ত যে ক'জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষিত হয়েছে পরবর্তী মহাসচিব হিসেবে তাদের প্রায় সবাই এশিয়ার। উপরন্তু নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যের তিনটিই মনে করে, এবার এশিয়ার পালা। কাজেই বোল্টনের বক্তব্যে বিরোধিতার সুর প্রচ্ছন্ন। সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান হবে জাতিসংঘের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। ব্রিটেন অবশ্য আমেরিকার সঙ্গে আছে। যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন চায় না কেবল আঞ্চলিকতার কারণে এশিয়া থেকে কেউ মহাসচিব হোক। দুই দেশই চাইলে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যদের সিদ্ধান্ত ঠেকিয়ে দিতে পারে। কিন্তু ১৯১ সদস্যবিশিষ্ট জগৎসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস হবে কি না সেটা একটা প্রশ্ন। ব্রিটেন চায় ইউরোপীয় কোনো দেশ থেকে মহাসচিব নির্বাচিত হোক। ব্রিটিশ মিডিয়ায় এমনকি টনি ব্লেয়ারের নামও উচ্চারিত হচ্ছে।

সম্ভাব্য প্রার্থী

- **আলেকজান্ডার কোয়াসনিয়স্কি**
  সাবেক পোলিশ প্রেসিডেন্ট
- **ভাইরা ভিকে-ফ্রেইবার্গা**
  লাটভিয়ার প্রেসিডেন্ট
- **কামাল দরবেশ**
  তুরস্ক, ইউএনডিপির বর্তমান প্রধান
- **সুরাকিয়ার্ত সাথিরাইথাই**
  থাইল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী
- **শশী থারুর**
  ভারত, জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল
- **ব্যান কি মুন**
  দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী
- **হোসে রামোস হোর্তা**
  পূর্ব তিমুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক
- **জয়ন্ত ধনপালা**
  শ্রীলঙ্কার শান্তি আলোচক
- **গোহ চক তং**
  সিঙ্গাপুরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী
- **প্রিন্স রা'দ জায়েদ আল-হুসেন**
  জাতিসংঘে জর্দানি রাষ্ট্রদূত

ভিকে-ফ্রেইবার্গা

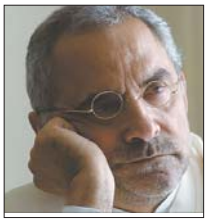

হোসে রামোস

কামাল দরবেশ

শশী থারুর

সুরাকিয়ার্ত

কোয়াসনিয়স্কি

সাক্ষাৎকার : ইসমাইল হানিয়া

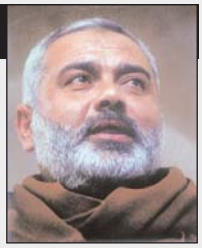

ইসমাইল হানিয়া। প্যালেস্টাইনের নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। গাজার শাতি উদ্বাস্তু শিবিরে নিজের বাসা থেকে নিউজউইক ম্যাগাজিনকে টেলিফোনে এই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন।

হামাসের এত বড় বিজয়ে আপনি কি হতবাক হয়েছেন?

হানিয়া : বিজয়ী হবার পরিকল্পনা নিয়েই হামাস নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল।

হামাসের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে প্যালেস্টাইনি প্রেসিডেন্ট আবু মাজেন (মাহমুদ আব্বাস) এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কিছু শর্ত দিয়েছে : (১) ইসরায়েলকে স্বীকৃতি (২) ইসরায়েলের সঙ্গে পিএলওকৃত বর্তমান চুক্তিগুলো মেনে চলা (৩) সংঘাত প্রত্যাখ্যান। আপনি কি এসব শর্ত মেনে চলবেন?

হানিয়া : আমি অবাক হয়ে যাই যে, আমাদের ওপর এ ধরনের শর্ত চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। তারা কেন এমন শর্ত আর প্রশ্নগুলো ইসরায়েলের দিকে ছুঁড়ে দেয় না? আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, ইসরায়েল প্রথমে প্যালেস্টাইনিদের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করে নিক; এরপর আমরা এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান নির্ধারণ করব।

ইসরায়েল একটি দ্বৈত-রাষ্ট্র সমাধানে রাজি হয়েছে, পিএলওর সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষরও করেছে এবং গাজা থেকে সরে এসেছে। তাহলে পিএলওর সঙ্গে ইসরায়েলের সম্পাদিত চুক্তিসমূহ কি হামাস গ্রহণ করবে?

হানিয়া : একক সিদ্ধান্ত এবং একক পরিকল্পনার আওতায় গাজা থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। একে ইসরায়েলের মহানুভবতা বলা যায় না। আমরা জানতে চাই, ইসরায়েল কি এসব চুক্তির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ? আমরা যুদ্ধবাজ নই, যুদ্ধের সূত্রপাতকারীও নই। আমরা রক্তপাত ভালোবাসি না। আমরা অধিকারসম্পন্ন নির্যাতিত মানুষ । যদি শান্তির মধ্য দিয়ে আমাদের অধিকার অর্জিত হয়, তাহলে বেশ হয়।

ইয়াসির আরাফাত স্বাক্ষরিত অসলো চুক্তি কি আপনাদের কাছে গ্রহণীয়?

হানিয়া : ইসরায়েল অসলো চুক্তি পুরোপুরি মেনে চলা বন্ধ করেছে।

আমি ইসরায়েলের কথা জানতে চাইনি। নয়া প্যালেস্টাইনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আপনি কি অসলোর ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন?

হানিয়া : ইসরায়েল যেমনটা বলবে সেই ব্যাপারে কেন আমাকে নজর দিতে কিংবা যত্নবান হতে হবে? ইসরায়েল তো বিরোধের অপর পক্ষ।

তার মানে প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলের মধ্যে পূর্বসম্পাদিত চুক্তিগুলো আপনারা মেনে চলবেন না?

হানিয়া : আমি সেটা বলিনি। আমি বলেছি যে ইসরায়েল...

কিন্তু আপনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নন। আপনি কি প্যালেস্টাইনি সরকারের পূর্ব স্বাক্ষরিত চুক্তি মেনে চলবেন?

হানিয়া : আমরা সবগুলো চুক্তি পর্যালোচনা করব এবং যেগুলো প্যালেস্টাইনি জনগণের স্বার্থের অনুকূলে সেগুলো মেনে চলব।

আপনি কি ইসরায়েলের অস্তিত্বের অধিকার স্বীকার করেন?

হানিয়া : এর উত্তর হচ্ছে, ১৯৬৭ সালের সীমানা ধরে ইসরায়েল একটি প্যালেস্টাইনি রাষ্ট্র স্বীকার করুক, বন্দিদের মুক্তি দিক এবং উদ্বাস্তুদের ইসরায়েলে ফিরে আসার অধিকার মেনে নিক। যদি এসব ঘটে তাহলে হামাস একটা অবস্থান নেবে।

ইসরায়েল যদি '৬৭ সীমানা বরাবর প্রত্যাহার করে নেয়, তাহলে হামাস স্বীকৃতি দেবে?

হানিয়া : যদি ইসরায়েল '৬৭ সীমানা বরাবর ফিরে যায়। তখন আমরা ধাপে ধাপে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব।

ধাপে ধাপে শান্তি প্রতিষ্ঠার মানে কি একটি ইহুদি রাষ্ট্রের চূড়ান্ত অবলুপ্তি?

হানিয়া : ইহুদিদের প্রতি আমাদের কোনো শত্রুভাব নেই। আমরা তাদের সাগরে ছুঁড়ে ফেলতে চাই না। আমরা শুধু চাই আমাদের ভূমি ফিরিয়ে দেয়া হোক, কারো কোনো ক্ষতি না করে।

তাহলে আপনি কি বর্তমান অস্ত্রবিরতি প্রলম্বিত করবেন?

হানিয়া : আমি হ্যাঁ-না কিছুই বলবো না। ইসরায়েল যদি আমাদের শান্তিপূর্ণ সময় দেয় এবং আগ্রাসন ও গুপ্তহত্যা বন্ধ করে, তাহলে আমরাও আমাদের জনগণকে স্থিতাবস্থা বলবৎ রাখার ব্যাপারটি বোঝাতে সক্ষম হব।

যুক্তরাষ্ট্র যদি অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেয় তাহলে প্যালেস্টাইনি সরকারের ৭০ কোটি ডলার ঘাটতি নিয়ে হামাস কীভাবে সরকার চালাবে? বাকি অর্থ কি ইরান দেবে?

হানিয়া : বন্টন এবং সরকারি অর্থ সুরক্ষার মাধ্যমে একটি স্বনির্ভর অর্থনীতির পরিকল্পনা আমাদের আছে। দ্বিতীয়ত, ইসলামী ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থেকে এ ধারণাই মিলেছে যে, এরা আমাদের ছুঁড়ে ফেলবে না এবং আমাদের সমর্থন যোগাবে। তৃতীয়ত, বিশ্বের উদার এবং মুক্ত জনগণ নিশ্চয়ই প্যালেস্টাইনি জনগণকে বন্দি অবস্থায় দেখতে চাইবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্যারন একটি দ্বৈত-রাষ্ট্র ব্যবস্থার সমাধান মেনে নিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট বুশও তাই। এ ব্যাপারে আপনার মত কী?

হানিয়া : সবই শুরু হবে ইসরায়েলকে দিয়ে।

ভাষান্তর : **হাসান মূর্তাজা**

অন্যদিকে ভেটো ক্ষমতাধারী আরেক দেশ চীন জানিয়েছে, তারা এশিয়ার কোনো দেশের প্রার্থিতাকে সমর্থন করবে। গত বছর পাকিস্তানের ডন পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কার নিহত পররাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ্মণ কাদিরগামা জানিয়েছিলেন, নিরস্ত্রীকরণ-বিষয়ক জাতিসংঘের সাবেক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লংকান শান্তি আলোচক জয়ন্ত ধনপালার পক্ষে চীন সায় দিয়েছে। মিয়ানমারের উ-থান্টের পর ৩৪ বছর এশিয়া থেকে কেউ মহাসচিব নির্বাচিত হয়নি। এ ক্ষেত্রে এবার মার্কিন মদদপুষ্ট পূর্ব ইউরোপে এশিয়ার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। হাজার হোক, সাবেক কমিউনিস্ট দেশগুলো এখন পরম মার্কিন মিত্র!

এছাড়া থাইল্যান্ডের উপ-প্রধানমন্ত্রী সুরাকিয়ার্ত সাথিরাথাইর নামও শোনা যাচ্ছে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে। তিনি গত বছর বেইজিং সফর করেছেন। সে সময় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিউ জিয়ানচাও সংবাদ সম্মেলনে ঘোষণা দেন, ১৯৬১-৭১ সাল পর্যন্ত উ-থান্ট থাকার পর এখন পর্যন্ত কোনো এশিয়া বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদটি পায়নি। চীন এশিয়ার প্রার্থীকে সমর্থন দেবে। তবে তার আগে এশিয়ার দেশগুলোকে প্রার্থীর ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছানো প্রয়োজন। অস্ট্রেলিয়া পড়েছে গ্যাঁড়াকলে। শ্যাম রাখি না কুল রাখি সেই অবস্থা। এশিয়ার প্রার্থিতার পক্ষে কথা বললেও মেধা যোগ্যতার প্রশ্ন তুলে ৫ মিত্র আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়েছে দেশটি।

প্রসঙ্গত, জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচনের প্রক্রিয়াটি জানিয়ে রাখা প্রয়োজন। একটি অলিখিত নিয়ম আছে, স্থায়ী ৫টি দেশের কেউ মহাসচিব হবে না। এতদিন সেই নিয়ম মানা হয়েছে। এ জন্য মার্কিনিদের অনেকে হাপিত্যেশ করে। নচেৎ বিল ক্লিনটনের একটা সুযোগ ছিল মহাসচিব হবার। এদিকে জাতিসংঘে কানাডার প্রতিনিধি এই প্রক্রিয়ার পরিবর্তন চেয়েছেন। প্রক্রিয়াটিকে আরো স্বচ্ছ করার ওপর জোর দেয়া প্রয়োজন। এ ছাড়া সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক করার কথাও বলেছে কানাডা।

সাম্প্রতিক সময়ে কফি আনানকে ঘিরে দুর্নীতির বিতর্ক যেভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে, তাতে তিনি অগ্রিম পদত্যাগও করতে পারেন। জাতিসংঘের যে লেজেগোবরে দশা, তাতে একজন দক্ষ এবং নিরপেক্ষ প্রশাসক প্রয়োজন। মার্কিন আবদারের কাছে নতজানু কোনো মহাসচিব কারো কাম্য নয়। নইলে বিশ্ববাসীর কপালে দুঃখ আছে।